ইউনিট ৩ সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য

ভূমিকা

যে কোন উত্তম যন্ত্র বা মেশিন বা কোন ভাল পরিমাপ যন্ত্রের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যার জন্য একে বলা হয় উত্তম যন্ত্র। যে কোন অভীক্ষা যদি উত্তম বা ভাল হতে হয় তাহলে তারও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকতে হবে। যে অভীক্ষা দিয়ে আমরা শিক্ষার্থীর শিখনের পরিমাপ করছি তা হতে হবে যথার্থ, নির্ভরযোগ্য, ব্যক্তি নিরপেক্ষ বা নৈব্যর্ক্তিক। অভীক্ষাটি উত্তম শিক্ষার্থী ও দুর্বল শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করত পারবে এবং সহজে ও স্বল্প খরচে প্রয়োগ করা যাবে।

এই ইউনিটে আমরা সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। এই ইউনিটে পাঠসংখ্যা হবে –

পাঠ - ১ সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য
পাঠ - ২ অভীক্ষার যথার্থতা
পাঠ - ৩ অভীক্ষার যথার্থতার হ্রাস-বৃদ্ধি
পাঠ - ৪ অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা
পাঠ - ৫ অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতার হ্রাস-বৃদ্ধি
পাঠ - ৬ অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা
পাঠ - ৭ অভীক্ষার প্রয়োগযোগ্যতা

পাঠ ১ *সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সুঅভীক্ষা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।

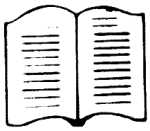

আমরা অভীক্ষা তৈরি করি কোন কিছু পরিমাপের জন্য। এই কোন কিছু হতে পারে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষামূলক অভীক্ষা আমরা তৈরি করি শিক্ষার্থীর কোন বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা পরিমাপ করতে যেমন একটি অভীক্ষা তৈরি করা হল শিক্ষার্থীর ইতিহাসের জ্ঞান পরিমাপের জন্য আবার কোন অভীক্ষা তৈরি হল, শিক্ষার্থীদের গণিত বিষয়ে দক্ষতা পরিমাপের জন্য। অর্থাৎ অভীক্ষা তৈরি হয় কোন না কোন কাজের জন্য। যে কোন ভাল অভীক্ষাই, যে কাজের জন্য তৈরি হয়, যে কাজ করতে সক্ষম হয়– যা পরিমাপের জন্য তৈরি হয়, তা পরিমাপ করতে পারে। এরকম অভীক্ষাকে বলা হয় যথার্থ অভীক্ষা। কোন অভীক্ষা যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য তৈরি হয় তার কতটুকু পরিমাপ করতে পারে তার মাত্রাই অভীক্ষাটির যথার্থতা। কোন কোন অভীক্ষা যে উদ্দেশ্যে তৈরি সে উদ্দেশ্য পরিমাপ করতে পারলেও বার বার অভীক্ষাটি ব্যবহার করলে ফলাফলের মধ্যে মিল বা সঙ্গতি নাও থাকতে পারে। আবার কোনটির বার বার ব্যবহার করে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে সঙ্গতি বা মিল পাওয়া যেতে পারে। যে অভীক্ষা বার বার প্রয়োগ করে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে সঙ্গতি বা মিল পাওয়া যায়, সে অভীক্ষাটিকে নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা বলে। সুতরাং সুঅভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে। উত্তম অভীক্ষার অন্যতম গুণ বা বৈশিষ্ট্য হবে নির্ভরযোগ্যতা।

যে কোন ভাল অভীক্ষাই হতে হবে ব্যক্তি নিরপেক্ষ। অভীক্ষার আইটেমগুলির অর্থ একেক জনের নিকট একেক রকম যেন না হয় এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন যেন ব্যক্তি নিরপেক্ষ বা নৈর্ব্যক্তিক হয়। অভীক্ষায় অভীক্ষক (যিনি প্রশ্নপত্র প্রণেতা বা যিনি প্রশ্ন করেন) ও পরীক্ষক (যিনি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন) কারও কোন প্রভাব পড়বেনা। অভীক্ষক এমনভাবে প্রশ্ন করবেন না যার অর্থ একেক জনের কাছে একেক রকম হতে পারে। যে কোন সুঅভীক্ষায় পরীক্ষক ভেদে নম্বরের পার্থক্য হতে পারবেনা। এর অর্থ হল অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক গুণটি থাকতে হবে।

অভীক্ষা যত উত্তম বা ভাল হোক না কেন, এটি যদি ব্যবহার করা না যায়, সহজে বা স্বল্প খরচে প্রয়োগ করা না যায়, এটি যদি প্রয়োজন না মেটায় তাহলে এই অভীক্ষাকে সুঅভীক্ষা বা উত্তম অভীক্ষা বলা যায় না। সুতরাং যে কোন সুঅভীক্ষার আর একটি গুণ থাকা প্রয়োজন তাহল প্রয়োগযোগ্যতা। অভীক্ষাটি অবশ্যই সময়, অর্থ ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে সহজে প্রয়োগযোগ্য হবে।

আমাদের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, যে কোন সুঅভীক্ষার কম পক্ষে নিচের চারটি গুণ থাকতে হবে।

- যথার্থতা (validity)
- নির্ভরযোগ্যতা (reliability)
- নৈর্ব্যক্তিকতা (objectivity)
- প্রয়োগযোগ্যতা (applicability)

কোন অভীক্ষার যথার্থতা বলতে বোঝায়, কোন অভীক্ষা যে উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে তার কতটুকু এটি অর্জন করতে পারে তার মাত্রা অথবা অভীক্ষাটি যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য তৈরি হয়েছে তার কতটুকু এটি পরিমাপ করতে পারে তার মাত্রা। যথার্থতা সুঅভীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ।

কোন অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হল কোন বৈশিষ্ট্য বার বার পরিমাপের ক্ষেত্রে এর সামঞ্জস্যতা বা সঙ্গতি বা মিল। কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য (যেমন- ভূগোলের জ্ঞান) পরিমাপের জন্য কোন অভীক্ষা যদি তৈরি করা হয় এবং এই বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য অভীক্ষাটিকে যদি একই দলের উপর বার বার প্রয়োগ করে প্রাপ্ত ফলাফলে সঙ্গতি বা মিল পাওয়া যায় তাহলে অভীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য এবং অভীক্ষার গুণটিকে বলা হয় নির্ভরযোগ্যতা।

কোন অভীক্ষাতে যদি অভীক্ষকের (যিনি প্রশ্ন করেন) এবং পরীক্ষকের (যিনি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন) কোন ব্যক্তিগত প্রভাব না পড়ে তাহলে অভীক্ষাটিকে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বলা হয় আর অভীক্ষার এই গুণটিকে বলা হয় নৈর্ব্যক্তিকতা।

কোন অভীক্ষা সহজে, স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে যদি প্রয়োগ করা যায়, তাহলে অভীক্ষাটির যে গুণ থাকে তাকে বলা হয় প্রয়োগযোগ্যতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন অভীক্ষার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণ কোনটি?
   ক. যথার্থতা
   খ. নির্ভরযোগ্যতা
   গ. নৈর্ব্যক্তিকতা
   ঘ. উপযোগিতা

২. কোন অভীক্ষার যে চারটি প্রধান গুণ থাকা উচিত তা কি কি?
   ক. যথার্থতা, সরলতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও উপযোগিতা
   খ. যথার্থতা, সরলতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা
   গ. নির্ভরযোগ্যতা, কাঠিন্যমাত্রা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রয়োগযোগ্যতা
   ঘ. প্রয়োগযোগ্যতা, যথার্থতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সুঅভীক্ষার গুণগুলি কি কি?

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। ঘ।

পাঠ ২ *অভীক্ষার যথার্থতা*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ♦ অভীক্ষার যথার্থতা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- ♦ যথার্থতা কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।

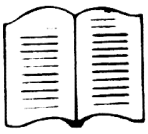

প্রথমে পাঠে অভীক্ষার যথার্থতা বলতে গিয়ে আমরা বলেছি যে, কোন অভীক্ষা যে উদ্দেশ্যে তৈরি বা যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য তৈরি অভীক্ষাটি যদি সে উদ্দেশ্য অর্জনে বা সে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে সক্ষম হয় তাহলে সে অভীক্ষাকে বলা হয় যথার্থ অভীক্ষা।

অভীক্ষাটি যে উদ্দেশ্যে তৈরি সে উদ্দেশ্যের যতটুকু অর্জন করতে পারে, সেই মাত্রাকে বলা হয় অভীক্ষার যথার্থতা।

যথার্থতা উদ্দেশ্য বা প্রত্যাশার সাথে জড়িত। যথার্থতা দুটি বিষয়ের সাথে জড়িত। একটি হল এটি উদ্দেশ্য অর্জন করে কিনা এবং করলে তা কতটুকু করে। এ কথাটাকে আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায় যে, যথার্থতার দুটি দিক –

- কোন অভীক্ষা যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার কথা তা পরিমাপ করে কিনা? এবং
- যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করে তা কতটুকু সঠিকভাবে পরিমাপ করে।

কোন অভীক্ষা শিক্ষার্থীদের পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) এর জ্ঞান পরিমাপের জন্য তৈরি করা হলে অভীক্ষাটি পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান এর জ্ঞান কতটা সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারে তার মাত্রাই হল যথার্থতা। এই অভীক্ষাটি যদি পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান এর জ্ঞান পরিমাপ না করে অন্য কিছু পরিমাপ করে যেমন শিক্ষার্থীর বানানের দক্ষতা পরিমাপ করে তাহলে অভীক্ষাটির যথার্থতা বৈশিষ্ট্যটি নেই বলতে হবে।

যথার্থতা অভীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যথার্থতা কোন সার্বিক ব্যাপার নয়; সুনির্দিষ্ট ব্যাপার। যেমন- কোন ফুটরুল বা স্কেল যা কোন দন্ডের দৈর্ঘ্য মাপার জন্য যথার্থ, তা কিন্তু ঢাকা-চট্টগ্রামের দূরত্ব, মাপার জন্য যথেষ্ট নয়। যে নিক্তি স্বর্ণ মাপার জন্য যথার্থ তা কিন্তু চাল মাপার জন্য যথার্থ নয়। এরকম যে অভীক্ষা কোন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যেমন পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞান পরিমাপের জন্য যথার্থ, তা কিন্তু দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান পরিমাপের জন্য যথার্থ নয়।

যথার্থতা সাধারণত চার রকম হয় যেমন –

- বিষয়বস্তুগত বা বিষয়বস্তু নির্ভর যথার্থতা (content validity)
- সংগঠনমূলক যথার্থতা (construct validity)

- ভবিষদ্বানীমূলক যথার্থতা (predictive validity)
- সহগামী বা ঐকমত্য যথার্থতা (concurrent validity)

বিষয়বস্তুগত যথার্থতা

যে কোন কোর্স শিক্ষণ-শিখনের (teaching learning) নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষণের বিষয়বস্তু, শিক্ষণ পদ্ধতি, ফলাফল নির্ধারিত হয়। সুতরাং শিক্ষণ-শিখনের বেলায় উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তুগত যথার্থতা আসলে উদ্দেশ্য অর্জনের যথার্থতা। কোন অভীক্ষা পুরো পাঠ্যাংশের জ্ঞান ও একই সঙ্গে শিক্ষণের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করতে পারে, তার মাত্রাই অভীক্ষার বিষয়বস্তু যথার্থতা। অন্য কথায় বলা যায় যে, কোন শিক্ষণীয় বিষয়ের শিখন উদ্দেশ্যের কতটুকু নির্ভর এবং পুরো পাঠ্যসূচির কতটা বিষয়বস্তু অভীক্ষাটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাই অভীক্ষাটির বিষয়বস্তু নির্ভর যথার্থতা।

প্রশ্ন করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোর্সের পুরো উদ্দেশ্য বা পুরো বিষয় যেন প্রশ্নপত্রে প্রতিফলিত হয়। কোন প্রশ্ন করার সময় আপনি শুধু আপনার পছন্দমত প্রয়োজনীয় অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করবেন; যে অধ্যায় আপনার ভাল লাগে না তা থেকে প্রশ্ন করবেন না, এরকম হলে অভীক্ষার বিষয়বস্তুগত যথার্থতা বিঘ্নিত হয় বা হ্রাস পায়।

ভবিষ্যদ্ববাণীমূলক যথার্থতা

প্রাথমিক পর্যায়ের অভীক্ষার জন্য আরেকটি বা আরেক রকম যথার্থতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ তা হল ভবিষদ্ববাণীমূলক যথার্থতা। আমরা অনেক সময় ভবিষ্যৎ কাজের জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করি। যেমন আমাদের ভর্তি পরীক্ষা। ভর্তি পরীক্ষা আমরা নিই এজন্য যে ভর্তি পরীক্ষায় যারা পাশ করে নির্বাচিত হবে তারা নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভর্তি হলে ঐ শ্রেণীর শিক্ষা ভালভাবে গ্রহণ করতে পারবে। ভর্তির পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা ঠিক করি কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর পাঠের যোগ্যতা আছে কিনা? এর অর্থ হল শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে আমরা ভবিষ্যৎবাণী করি। কোন অভীক্ষা যদি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ যোগ্যতা নিরূপণের জন্য তৈরি হয় এবং অভীক্ষাটি সে যোগ্যতা নিরূপণ করতে পারে তাহলে বলা হয় অভীক্ষাটির ভবিষ্যৎদ্বাণীমূলক যথার্থতা আছে এবং যে পরিমাণ পরিমাপ করতে পারে তাই হল ঐ অভীক্ষার ভবিষদ্বাণীমূলক যথার্থতা।

অন্য দু'রকমের যথার্থতা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে চাই না, এগুলো আপনারা পরবর্তীতে জানতে পারবেন। পরবর্তী পাঠে আমরা দেখব অভীক্ষার যথার্থতা কি কি কারণে হ্রাস পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন অভীক্ষা সে বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য তৈরি করা হয় অভীক্ষাটি সে বৈশিষ্ট্যের যতটুকু পরিমাপ করতে পারে, তাকে ঐ অভীক্ষার কি বলে?
   ক. যথার্থতা
   খ. নির্ভরযোগ্যতা
   গ. নৈর্ব্যক্তিকতা
   ঘ. প্রয়োগযোগ্যতা

২. কোন ভর্তি পরীক্ষায় অভীক্ষার কোন ধরনের যথার্থতা থাকা উচিত?
   ক. বিষয়বস্তুগত
   খ. সাংগঠনিক
   গ. ভবিষদ্বানীমূলক
   ঘ. সহগামী

৩. কোন অভীক্ষায় প্রশ্নপত্র সিলেবাসের বাইরে থেকে হলে তার কোন ধরনের যথার্থতা থাকে না?
   ক. বিষয়বস্তুগত
   খ. সাংগঠনিক
   গ. ভবিষদ্বানীমূলক
   ঘ. সহগামী

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কোন অভীক্ষার যথার্থতা বলতে কি বুঝায়?

২. চার প্রকার যথার্থতার নাম লিখুন।

৩. বিষয়বস্তুগত যথার্থতা কি?

৪. ভবিষ্যদ্বানীমূলক যথার্থতার সংজ্ঞা দিন।

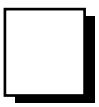

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। গ, ৩। ক।

পাঠ ৩

অভীক্ষার যথার্থতার হ্রাস-বৃদ্ধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাসের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- অভীক্ষার যথার্থতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

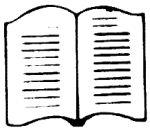

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা অভীক্ষার যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এটাও বলেছি যে, যথার্থতা অভীক্ষার অতি প্রয়োজনীয় গুণ। একথাও বলে রাখা দরকার যে, যথার্থতা খুবই সুনির্দিষ্ট (specific) কোন অভীক্ষা একটি বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য যথেষ্ট হলেও অন্য বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য যথার্থ নাও হতে পারে। যে অভীক্ষা তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানের জ্ঞান পরিমাপের জন্য যথার্থ তা পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানের জ্ঞান পরিমাপের জন্য যথার্থ হবে না।

বিভিন্ন কারণে অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাস পায় যেমন অস্পষ্ট নির্দেশনা, প্রশ্নপত্র প্রণয়নে অপরিচিত শব্দের ব্যবহার, দুর্বল ও ভুল বাক্য গঠন ইত্যাদি। আবার সতর্কতার সাথে নিয়ম মেনে প্রশ্ন প্রণয়ন করে অভীক্ষার যথার্থতা বৃদ্ধিও করা যায়। আমরা এই পাঠে অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাসের কারণ এবং বৃদ্ধির উপায় নিয়ে আলোচনা করব।

অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাসের কারণ

বিভিন্ন কারণে অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাস পায়। অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্য মাপার জন্য অভীক্ষাটি তৈরি হয়েছে তা মাপা যায় না বা কম মাপা যায়। যে সব কারণে অভীক্ষাটির যথার্থতা হ্রাস পায় তার মধ্যে আমরা কয়েকটি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এগুলো হল:

- ***অস্পষ্ট নির্দেশনা***

প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিতে হবে, কতটি দিতে হবে, কত সময়ে দিতে হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা যদি অভীক্ষায় না দেওয়া থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না কি করতে হবে, ফলে অভীক্ষার যথার্থতা কমে যায় বা হ্রাস পায়। যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য এটি তৈরি তা অভীক্ষাটি আশানুরূপ মাত্রায় পরিমাপ করতে পারে না।

- ***প্রশ্নে কঠিন বা অপরিচিত শব্দের ব্যবহার***

অপরিচিত বা কঠিন শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্ন করলে শব্দের অর্থ জানা না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর জানলেও জবাব দিতে পারে না। এতে অভীক্ষায় যথার্থতা হ্রাস পায়।

- ***জটিল বাক্যে প্রশ্নকরণ***

জটিল বাক্যে প্রশ্ন করলে প্রশ্ন পড়ে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না, তাই সঠিকভাবে জবাব দিতে পারে না। এতে অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাস পায়।

- *প্রশ্নের দুর্বল গঠন*

প্রশ্নের গঠন যদি এমন হয় যে, প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর হতে পারে। মনে করুন এমন যদি হয়। দুর্বল প্রশ্ন ঃ ঢাকা বাংলাদেশের ----------।

এর উত্তর হতে পারে রাজধানী, বড় শহর, ঐতিহাসিক শহর, সবচেয়ে জনবহুল শহর ইত্যাদি।

উন্নত প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের রাজধানী ----------।

এখানে একটি মাত্র উত্তর, তা হলো ঢাকা।

- *প্রশ্নপত্রে বেশি সহজ বা বেশি কঠিন প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা*

প্রশ্নপত্রে খুব বেশি সহজ প্রশ্ন বা খুব বেশি কঠিন প্রশ্ন সংযুক্ত করলে অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাস পায়। কারণ এসব প্রশ্ন ভাল শিক্ষার্থী ও দুর্বল শিক্ষার্থীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না।

- *অভীক্ষায় প্রশ্ন সংখ্যা কম হলে*

অভীক্ষার প্রশ্ন সংখ্যা কম হলে অভীক্ষার যথার্থতা কমে যায়। রচনামূলক অভীক্ষার যথার্থতা অপেক্ষাকৃত কম, কারণ এতে প্রশ্ন সংখ্যা খুবই কম থাকে (সাধারণত ৮টি থেকে ৫টি জবাব দিতে হয়)।

- *অভীক্ষার জন্য যথোপযুক্ত সময়সীমা নির্ধারণ না করা*

অভীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সময় যদি যথোপযুক্ত না হয় অর্থাৎ সময় যদি কম বা বেশি হয় তাহলে অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাস পায়।

অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাস পাবার আরও কারণ আছে। এই পর্যায়ে আমাদের এটুকুই জানলে চলবে। ভবিষ্যতে আমরা আরও বেশি জানব।

অভীক্ষার যথার্থতা বৃদ্ধির উপায়

- সমগ্র সিলেবাসের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষণের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে হবে।
- অভীক্ষার নির্দেশনা স্পষ্ট হতে হবে যেন পরীক্ষার্থী তা পড়েই বুঝতে পারে কিভাবে তাকে উত্তর দিতে হবে।
- প্রশ্নের ভাষা পরীক্ষার্থীর ভাষার দক্ষতা অনুযায়ী হবে। বাক্যের গঠন সরল হবে এবং আজানা শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- অভীক্ষা থেকে খুব সহজ এবং খুব কঠিন প্রশ্ন বাতিল করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. নিচের কোন কারণে অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাস পায় না?
   ক. অস্পষ্ট নির্দেশনা
   খ. পরিচিত শব্দ ব্যবহার
   গ. কঠিন বাক্যে প্রশ্নকরণ
   ঘ. বেশি সহজ প্রশ্ন

২. অভীক্ষার যথার্থতা বৃদ্ধির জন্য কি করতে হবে?
   ক. সব সহজ প্রশ্ন রাখতে এবং কঠিন প্রশ্ন বাতিল করতে হবে
   খ. সব কঠিন প্রশ্ন রাখতে এবং সহজ প্রশ্ন বাতিল করতে হবে
   গ. সব সহজ ও কঠিন প্রশ্ন রাখতে হবে
   ঘ. সব সহজ ও কঠিন প্রশ্ন বাতিল করতে হবে

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাসের তিনটি কারণ লিখুন।

২. অভীক্ষার যথার্থতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়? (৫টি উপায় লিখুন)

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ঘ।

পাঠ ৪ *অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতার সংজ্ঞা দিতে পারবেন এবং
- অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম উল্লেখ করতে পারবেন।

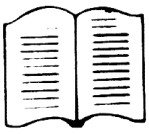

সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার সময় আমরা বলেছি যে, সুঅভীক্ষার অন্যতম গুণ এর নির্ভরযোগ্যতা। এটাও বলেছি যে, কোন অভীক্ষা বার বার প্রয়োগ করে যদি সঙ্গতিপূর্ণ ফল পাওয়া যায় বা পরিমাপে মিল বা সঙ্গতি (consistency) পাওয়া যায় তাহলে অভীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য। কোন অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হল ঐ অভীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গতির মাত্রা।

কোন অভীক্ষা থেকে প্রাপ্ত নম্বর বা স্কোর যখন সুস্থিত ও বিশ্বাসযোগ্য হয় তখন একে বলা হয় নির্ভরযোগ্য। সাধারণত দেখা যায় যে, সামান্য পরিবর্তিত অবস্থায় ছাত্রদের স্কোর বা নম্বরের খুব সামান্যই পার্থক্য ঘটে। শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের মাত্রা বা স্তর আমরা যদি পরিমাপ করি তাহলে দেখা যাবে যে ভিন্ন পরিবেশে পরিচালনা করা হলে, বিভিন্ন ব্যক্তি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করলে অথবা দিনের বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা নিলে, এই স্কোর যদি প্রায় একই রকম হয়, তাহলে এদের বলা হয় নির্ভরযোগ্য। কিন্তু শিক্ষামূলক পরিমাপের ক্ষেত্রে খুব নির্ভরযোগ্য পরিমাপ পাওয়া কঠিন কারণ ভৌত পরিমাপের মত এটি কোন সরসরি পরিমাপ নয়, পরোক্ষ পরিমাপ।

নির্ভরযোগ্যতাকে আমরা সহজে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। মনে করুন, আমরা একটি মিটার স্কেল দিয়ে একটি টেবিলের উচ্চতা মাপলাম। একবার, দুইবার, তিনবার এমন করে কয়েকবার মাপলাম। প্রতি পরিমাপে টেবিলটির উচ্চতা যদি একই হয়, ধরা যাক প্রথমবার মেপে পাওয়া গেল ১.০৫ মিটার, দ্বিতীয়বার ১.০৫ মিটার, তৃতীয়বার ১.০৫ মিটার অর্থাৎ একই। তাহলে এই মিটার স্কেলটি নির্ভরযোগ্য। একেকবার মেপে যদি ভিন্ন ভিন্ন রকম উচ্চতা পাওয়া যেত তাহলে স্কেলটি নির্ভরযোগ্য হত না। যথার্থতায় আমরা প্রশ্ন করি, স্কেলটি কি মাপল?'' আর নির্ভরযোগ্যতার বেলায় আমরা প্রশ্ন করি স্কেলটি যাই মাপুক না কেন ''এই মাপ সঙ্গতিপূর্ণ কি না?'' অর্থাৎ বার বার মেপে একই পরিমাপ (উচ্চতা) পাওয়া যাচ্ছে কি না?

অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে চারটি পদ্ধতি সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এরা হল:

- অভীক্ষণ-পুনরভীক্ষণ বা পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা পদ্ধতি (test-retest method)
- সমান্তরাল অভীক্ষা পদ্ধতি (parallel test method)
- খন্ডিতার্ধ পদ্ধতি (split-half method)
- যৌক্তিক সমতুল পদ্ধতি (rational equivalence method)

আমরা এখানে প্রথম তিনটি নিয়ে আলোচনা করব।

পুনঃ পরীক্ষা পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে একটি অভীক্ষা একদল পরীক্ষার্থীর উপর দুইবার প্রয়োগ করে যে দুই গুচ্ছ স্কোর বা নম্বর পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সঙ্গতি বা মিল আছে কি না তা নির্ণয় করা হয়।

এই পদ্ধতিটি সহজ সরল হলেও নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন অভীক্ষাটি অল্প সময়ের ব্যবধানে দুইবার প্রয়োগ করা হলে পরীক্ষার্থীদের মনে একাধিক উত্তর নির্ণয়ের সম্ভাবনা জাগে। ফলে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।

এছাড়া এ পদ্ধতিতে শিখনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। অর্থাৎ দুইবার অভীক্ষা প্রয়োগের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বেশি থাকলে পরীক্ষার্থীরা নতুন শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন করে যা দ্বিতীয়বার প্রয়োগকৃত অভীক্ষার নম্বরকে প্রভাবিত করে।

একক অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা পরিমাপের ক্ষেত্রে এটি একমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি যার কোন বিকল্প নেই।

সমান্তরাল অভীক্ষা পদ্ধতি

একই বিষয় থেকে তৈরি, একই দৈর্ঘ্যের ও একই কাঠিন্য মাত্রার দুটি অভীক্ষাকে বলা হয় সমান্তরাল অভীক্ষা। এই পদ্ধতিতে একইরকম দুইটি অভীক্ষা একই দলের পরীক্ষার্থীদের উপর পর পর প্রয়োগ করা হয় এবং প্রাপ্ত দুই গুচ্ছ স্কোর বা নম্বরের মধ্যে সঙ্গতি বা মিল থাকলে এদের উভয়কে নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা বলা হয়।

এদের সঙ্গতি বা মিল বের করা হয় স্কোরগুচ্ছ দু'টির সহসম্পর্ক বের করে। এই পদ্ধতিতেও প্রথম অভীক্ষায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা দ্বিতীয় অভীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে দুইটি অভীক্ষার ধরনের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে যা করা খুবই কঠিন কাজ।

খণ্ডিতার্ধ পদ্ধতি

পূর্বে উল্লেখিত অভীক্ষা দু'টিতে সৃষ্ট অসুবিধা দূর করার জন্য খন্ডিতার্ধ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে অভীক্ষাটিকে জোড় এবং বিজোড় সংখ্যার দুইটি সমধর্মী অংশে ভাগ করা হয়। অভীক্ষাটি সামগ্রিকভাবে একদল শিক্ষার্থীর উপর একবার পরিচালিত হয়। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর দুই সেট নম্বর পাওয়া যায়। একসেট জোড়সংখ্যার প্রশ্নগুলোর জন্য, অপরটি বিজোড় সংখ্যার প্রশ্নগুলোর জন্য। এই দুই সেট স্কোরের সহসম্পর্ক নির্ণয় করে নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা যায়।

এই পদ্ধতিতে নির্ণেয় নির্ভরযোগ্যতা হল অভীক্ষাটির অর্ধখন্ডের বা অর্ধাংশের নির্ভরযোগ্যতা। একটি সূত্রের সাহায্য নিয়ে সমগ্র অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বলতে বোঝায়?
   ক. সত্যতা
   খ. বৈধতা
   গ. সঙ্গতিপূর্ণতা
   ঘ. প্রয়োগযোগ্যতা

২. অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের কোন পদ্ধতিতে একটি অভীক্ষা একদল শিক্ষার্থীর উপর একবার প্রয়োগ করা হয় এবং জোড় বিজোড় সংখ্যক প্রশ্নের নম্বর বিবেচনা করা হয়?
   ক. পরীক্ষা-পুনঃ পরীক্ষা পদ্ধতি
   খ. সমান্তরাল অভীক্ষা পদ্ধতি
   গ. খন্ডিতার্ধ পদ্ধতি
   ঘ. যৌক্তিক সমতুল পদ্ধতি

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বলতে কি বুঝায়?

২. অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কত প্রকার ও কি কি?

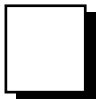

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। গ।

পাঠ ৫

অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস-বৃদ্ধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- কোন অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাসের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির উপায় বলতে পারবেন।

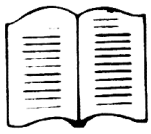

আমরা এতক্ষণ নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা জেনেছি যে, নির্ভরযোগ্যতা সঙ্গতি বা মিলের সাথে জড়িত। কোন অভীক্ষা বারবার ব্যবহার করে যদি প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে সঙ্গতি বা মিল পাওয়া যায় তাহলে অভীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য। প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে কি পরিমাণ সঙ্গতি বা মিল পাওয়া যায় তা দিয়ে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা পরিমাপ করা হয়। কোন অভীক্ষা যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করেছে তা কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণভাবে পরিমাপ করেছে তাই অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা।

অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাসের অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিয়ে আলোচনা করব।

- ***অভীক্ষার দৈর্ঘ্য***

অভীক্ষার দৈর্ঘ্য বলতে যতটি আইটেম বা প্রশ্ন রয়েছে তা বোঝায়। সমতুল আইটেম বা প্রশ্ন ব্যবহার করলে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। কোন অভীক্ষা থেকে কোন সমতুল প্রশ্ন বাদ দিলে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কমে যায়। কোন অভীক্ষায় প্রশ্নসংখ্যা বৃদ্ধি করলে এর নির্ভরযোগ্যতা বেড়ে যায়। ১০টি প্রশ্ন বিশিষ্ট অভীক্ষার চেয়ে ৫০টি প্রশ্ন বিশিষ্ট অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বেশি বা ১০০ প্রশ্নের অভীক্ষা ৫০ প্রশ্নের অভীক্ষার চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।

- ***অভীক্ষা পদের অসামঞ্জস্যতা***

অসামঞ্জস্যপূর্ণ অভীক্ষাপদ (irrelevant) অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস করে।

- ***অভীক্ষা পদের বিন্যাস***

অভীক্ষার পদগুলো (items) ইতস্ততভাবে বিক্ষিপ্ত থাকলে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।

- ***অভীক্ষা পদের পুনরাবৃত্তি***

একই প্রশ্ন বিভিন্ন ভাবে অভীক্ষার মধ্যে সংযোজিত হলে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।

- ***শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা***

অভীক্ষাটি গ্রহণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের যদি মানসিক প্রস্তুতি না থাকে তাহলে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।

- ***পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব***

পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস করে।

- *পরীক্ষকের অভিজ্ঞতা*

অভীক্ষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার অভাব থাকলে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।

অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির উপায়

- অভীক্ষার প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিতে হবে তা সকল পরীক্ষার্থী বুঝেছে কি না, অভীক্ষা পরিচালককে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।
- প্রথমে সহজ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে হবে।
- খুব সহজ এবং খুব কঠিন প্রশ্ন বাদ দিয়ে বিভিন্ন কাঠিন্য মানের প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে।
- অভীক্ষার দৈর্ঘ্য যেন খুব ছোট বা অতিমাত্রায় বড় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রশ্নের সংখ্যা এমন হতে হবে যেন উদ্দেশ্য অনুযায়ী সকল বৈশিষ্ট্য বা শিখন ফল পরিমাপের আওতাভুক্ত হয়।
- যে প্রশ্ন পরীক্ষার্থীকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অনুমানে উত্তর দেওয়ার সুযোগ করে দেয় তা বাদ দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন কারণে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা সাধারণত হ্রাস পায় না?
   ক. অভীক্ষাপদের পুনরাবৃত্তি হলে
   খ. অভীক্ষার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে
   গ. অভীক্ষাপদের অসামঞ্জস্যতা থাকলে
   ঘ. পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব পড়লে

২. অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য কোনটি করতে হবে?
   ক. অভীক্ষার প্রথমে কঠিন প্রশ্ন দিতে হবে
   খ. খুব সহজ প্রশ্ন সন্নিবেশিত করতে হবে
   গ. বিভিন্ন কাঠিন্যমাত্রার প্রশ্ন করতে হবে
   ঘ. অনুমানে উত্তর দেয়া যায় এমন প্রশ্ন করতে হবে

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। গ।

পাঠ ৬

অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- অভীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিকতা বৃদ্ধির উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

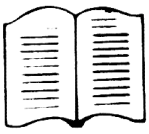

সুঅভীক্ষার চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময় আমরা অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা গুণের কথা বলেছি। যে কোন অভীক্ষা এর নৈর্ব্যক্তিকতা গুণ হারাতে পারে অভীক্ষক ও পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব বা বিবেচনার কারণে। যে অভীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তর মূল্যায়ন ব্যক্তি প্রভাবমুক্ত তাকে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বলা হয় এবং অভীক্ষার এই গুণটিকে বলা হয় নৈর্ব্যক্তিকতা।

কোন অভীক্ষাকে নৈর্ব্যক্তিক তখনই বলা যায় যখন উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীর ব্যক্তিগত বিবেচনা বা প্রভাব, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মানসিক অবস্থা দ্বারা স্কোর বা নম্বর প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ একই উত্তরপত্রে বিভিন্ন পরীক্ষক বিভিন্ন নম্বর প্রদান করেন না, সকল পরীক্ষক একই নম্বর প্রদান করেন। যে কোন অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা গুণটি সংরক্ষণ করা হয় এ কারণে যে, যাতে পরীক্ষক ভেদে কোন পরীক্ষার্থীর নম্বর পরিবর্তিত না হয়। মনে করুন, পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানের কোন পরীক্ষার শেষে উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য তিনজন পরীক্ষক নিয়োগ করা হল এবং দেখা গেল একই খাতায় তিনজন পরীক্ষক তিন রকম নম্বর দিলেন। এরকম হলে বুঝতে হবে অভীক্ষাটির নৈর্ব্যক্তিকতা নেই।

কোন অভীক্ষাকে উচ্চতর নৈর্ব্যক্তিক তখনই বলা হয় যখন অভীক্ষার উত্তরপত্র একই রকম যোগ্য বিভিন্ন পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হলে পরীক্ষকের বিচার-বিবেচনা, ব্যক্তিগত মত, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও পক্ষপাতিত্ব দ্বারা প্রাপ্ত নম্বর প্রভাবিত হয় না।

এ ধরনের অভীক্ষার প্রতিটি প্রশ্নের শুধু একটি সঠিক উত্তর থাকে এবং উত্তর 'শুদ্ধ' হবে অথবা 'ভুল' হবে। শুদ্ধ হলে পুরো নম্বর পাবে, ভুল হলে কোন নম্বর পাবে না। এ ধরনের অভীক্ষা হতে পারে সত্য-মিথ্যা, বিকল্প উত্তর, মিলকরণ ও বহুনির্বাচনী ধরনের। রচনামূলক অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা একেবারেই কম।

নৈর্ব্যক্তিকতা, নির্ভরযোগ্যতার পূর্বশর্ত। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর সঠিক বা ভুল হয় বলে এটি বেশি নির্ভরযোগ্য। আমার এই কথা থেকে আপনি আবার মনে করবেন না যে, শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়নে শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা ব্যবহার করা উচিত। রচনামূলক বা সংক্ষিপ্ত রচনামূলক অভীক্ষা ব্যবহার করা উচিত নয়। যে কোন ধরনের অভীক্ষাই আপনি ব্যবহার করুন না কেন, এর নৈর্ব্যক্তিকতা যেন থাকে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

এবার আমরা আলোচনা করব, কোন অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়।

অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বৃদ্ধির উপায়

আমরা নিম্নোক্তভাবে কোন অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বৃদ্ধি করতে পারি –

- অভীক্ষায় অধিক নৈর্ব্যক্তিক আইটেম ব্যবহার করে।
- রচনামূলক অভীক্ষাকে আরও সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও কাঠামোগত করে।
- রচনামূলক অভীক্ষার উত্তরদানের নির্দেশনা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করে।
- নম্বর প্রদানের ছক (marking scheme) বা স্কোরিং কী (scoring) ব্যবহার করে।
- বাস্তবসম্মত আদর্শ মান সেট করে
- দু'জন পরীক্ষক দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বরের গড় নির্ণয় করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে কি বোঝায়?
   ক. একই উত্তরপত্রের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষকের বিভিন্ন স্কোর প্রদান
   খ. সকল পরীক্ষকের একই উত্তরপত্রে অভিন্ন স্কোর প্রদান
   গ. একই প্রশ্ন বিভিন্ন পরীক্ষার্থী বিভিন্ন অর্থে বোঝা
   ঘ. একই পরীক্ষক, একই উত্তরপত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নম্বর প্রদান

২. রচনামূলক অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়?
   ক. প্রশ্নের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে
   খ. প্রশ্নের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে
   গ. প্রশ্নকে সুনির্দিষ্ট ও কাঠামোগত করে
   ঘ. প্রশ্নকে সুস্পষ্ট ও কাঠামোহীন করে

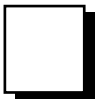

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। গ।

পাঠ ৭

অভীক্ষার প্রয়োগযোগ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ অভীক্ষার প্রয়োগযোগ্যতা বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- ◆ অভীক্ষার প্রয়োগযোগ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত নিয়ামকের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।

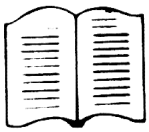

আমরা সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার সময় বলেছিলাম যে, প্রয়োগযোগ্যতা সুঅভীক্ষার একটি প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য। অভীক্ষা যত উত্তমই হোক না কেন তা যদি প্রয়োগযোগ্য না হয় তাহলে সুঅভীক্ষা বা উত্তম অভীক্ষা হতে পারে না। যে কোন অভীক্ষা প্রয়োগযোগ্য হতে হলে নিচের কাজগুলো সহজে হতে হবে।

- পরীক্ষা পরিচালনা
- উত্তরপত্র মূল্যায়ন বা নম্বর প্রদান
- পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা

এছাড়াও অভীক্ষাটি হবে

- পরিমিত অর্থ ও সময় ব্যয়ে প্রয়োগযোগ্য।

১. পরীক্ষা পরিচালনা

সহজে পরীক্ষা পরিচালনা করতে হলে অভীক্ষার যে বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তা হল –

- পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্রের বন্টন ও সংগ্রহের কাজটি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকবে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা হবে সহজ, সরল, সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত।
- প্রশ্নগুলো পড়তে শিক্ষার্থীদের যেন অসুবিধা না হয়।
- সহজে প্রশ্নের উত্তর লেখা যায় এবং প্রশ্নপত্রের পাতা উল্টানো যায়।
- প্রশ্নে কোন চিত্র থাকলে তা স্পষ্ট এবং যে প্রশ্নের জন্য চিত্র, চিত্রটি সেই প্রশ্নের সাথেই থাকতে হবে।
- প্রশ্নপত্রের দৈর্ঘ্য, আকার ও ছাপার অক্ষর এমন হবে যাতে এটি সহজে প্রয়োগ করা যায়।

২. *নম্বর প্রদান*

নম্বর প্রদানের নিয়মটি হবে সরল ও সহজ যাতে

- দ্রুত নম্বর প্রদান করা যায়।
- সঠিক নম্বর প্রদান করতে পারে।
- নম্বর প্রদানের জন্য কোন হিসেব কষতে না হয়।

৩. *ফলাফল ব্যাখ্যা*

- পরীক্ষার অশোধিত বা কাঁচা (raw) স্কোরকে যেন সহজে অর্থপূর্ণ আদর্শ স্কোরে সহজে রূপান্তর করা যায়।
- পরীক্ষার ফলাফল যেন সহজে ব্যাখ্যা করা যায়।

৪. *স্বল্প অর্থ ও সময় ব্যয়ে প্রয়োগযোগ্যতা বা পরিমিততা*

- যে কোন অভীক্ষা সুঅভীক্ষা হতে হলে তা অবশ্যই স্বল্প ব্যয়ে প্রয়োগযোগ্য হতে হবে।
- অভীক্ষাটি অবশ্যই স্বল্প সময়ে প্রয়োগযোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ সময়ের পরিমিততাও থাকতে হবে।

অভীক্ষার প্রয়োগযোগ্যতার ক্ষেত্রে আমাদের উপরিউক্ত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে। এবার আমরা দেখি এই পাঠে আমরা কি শিখলাম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. যে অভীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যাপারটি সহজ, সে অভীক্ষার কোন গুণটি বর্তমান?
   ক. নির্ভরযোগ্যতা
   খ. যথার্থতা
   গ. প্রয়োগযোগ্যতা
   ঘ. নৈর্ব্যক্তিকতা

২. কোন অভীক্ষা যতই উত্তম হোক না কেন বা যত গুণসম্পন্নই হোক না কেন, কোন গুণ না থাকলে তা সুঅভীক্ষা হবে না? সবচেয়ে সঠিক উত্তর কোনটি?
   ক. প্রয়োগযোগ্যতা
   খ. নৈর্ব্যক্তিকতা
   গ. নির্ভরযোগ্যতা
   ঘ. প্রয়োজনীয়তা

৩. অভীক্ষার প্রয়োগযোগ্যতার ক্ষেত্রে সে চারটি প্রধান বিষয় বিবেচ্য সেগুলো কি কি? (শূন্যস্থানে নাম লিখুন)
   ক. ----------
   খ. ----------
   গ. ----------
   ঘ. ----------

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ক।

৩। (ক) পরীক্ষা পরিচালনা
(খ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন
(গ) পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা
(ঘ) পরিমিততা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন অভীক্ষার যে চারটি প্রধান গুণ থাকা উচিত তা কি কি?
   ক. প্রয়োগযোগ্যতা, যথার্থতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা
   খ. যথার্থতা, সরলতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা
   গ. নির্ভরযোগ্যতা, কাঠিন্যমাত্রা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রয়োগযোগ্যতা
   ঘ. যথার্থতা, সরলতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও উপযোগিতা

২. কোন অভীক্ষায় প্রশ্নপত্র কোন চাকুরীতে নিয়োগের জন্য করা হলে তার কোন বিষয়ের যথার্থতা থাকতে হবে?
   ক. সাংগঠনিক
   খ. সহগামী
   গ. বিষয়বস্তুগত
   ঘ. ভবিষ্যদ্বানীমূলক

৩. কোন অভীক্ষার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণ কোনটি?
   ক. উপযোগিতা
   খ. নির্ভরযোগ্যতা
   গ. যথার্থতা
   ঘ. নৈর্ব্যক্তিকতা

৪. অভীক্ষার যথার্থতা বৃদ্ধির জন্য কি করতে হবে?
   ক. সব সহজ ও কঠিন প্রশ্ন করতে হবে
   খ. সব কঠিন প্রশ্ন রাখতে এবং সহজ প্রশ্ন বাতিল করতে হবে
   গ. সব সহজ ও কঠিন প্রশ্ন বাতিল করতে হবে
   ঘ. সব সহজ প্রশ্ন রাখতে এবং কঠিন প্রশ্ন বাতিল করতে হবে

৫. অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য কোনটি করতে হবে?
   ক. খুব সহজ প্রশ্ন সন্নিবেশিত করতে হবে
   খ. অনুমানে উত্তর দেয়া যায় এমন প্রশ্ন করতে হবে
   গ. অভীক্ষার প্রথম প্রশ্ন কঠিন দিতে হবে
   ঘ. বিভিন্ন কাঠিন্যমাত্রার প্রশ্ন করতে হবে

৬. কোন অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বলতে বোঝায়?
   ক. বৈধতা
   খ. সত্যতা
   গ. প্রয়োগযোগ্যতা
   ঘ. সঙ্গতিপূর্ণতা

৭. যে অভীক্ষার উত্তরপত্র যে কেউ মূল্যায়ন করলে নম্বরের কোন পরিবর্তন হয় না, সে অভীক্ষার কোন গুণটি বর্তমান?
   ক. নৈর্ব্যক্তিকতা
   খ. প্রয়োগযোগ্যতা
   গ. যথার্থতা
   ঘ. নির্ভরযোগ্যতা

৮. রচনামূলক অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়?
   ক. প্রশ্নকে সুস্পষ্ট ও কাঠামোগত করে
   খ. প্রশ্নকে সুনির্দিষ্ট ও কাঠামোহীন করে
   গ. প্রশ্নের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে
   ঘ. প্রশ্নের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে

৯. অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে কি বোঝায়?
   ক. সকল পরীক্ষকের একই উত্তরপত্রে অভিন্ন স্কোর প্রদান
   খ. একই প্রশ্ন বিভিন্ন পরীক্ষার্থী বিভিন্ন অর্থে বোঝা
   গ. একই উত্তরপত্রের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষকের বিভিন্ন স্কোর প্রদান
   ঘ. একই পরীক্ষক, একই উত্তরপত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নম্বর প্রদান

১০. অভীক্ষার যত গুণই থাকুক না কেন, তার কোন গুণটি না থাকলে তা কোন কাজে লাগে না?
   ক. যথার্থতা
   খ. প্রয়োগযোগ্যতা
   গ. নির্ভরযোগ্যতা
   ঘ. নৈর্ব্যক্তিকতা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সুঅভীক্ষার গুণগুলি কি?

২. যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা বলতে কি বোঝেন, ব্যাখ্যা করুন।

৩. নৈর্ব্যক্তিকতা কি? কোন অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। ঘ, ৩। গ, ৪। গ, ৫। ঘ, ৬। ঘ, ৭। ক, ৮। ঘ, ৯। ক, ১০। খ।